দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 19 FEB 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

মঙ্গলবার বাংলা একাডেমীতে বইমেলা উদ্বোধনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আসার প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে -জনকণ্ঠ

ছাত্রদলের মুখে কালো কাপড় বেঁধে বিক্ষোভ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ বাংলা একাডেমীর বইমেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমনের প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল মঙ্গলবার কালো পতাকা প্রদর্শন কর্মসূচী পালন করে। ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের এ কর্মসূচী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন চত্বরে সীমাবদ্ধ ছিল।

এদিকে ছাত্রলীগ (শা-পা) কালো পতাকা প্রদর্শন কর্মসূচীর বিরুদ্ধে পাল্টা কর্মসূচী গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য দশ দফার ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের দাবিতে ক্যাম্পাসে মিছিল ও সমাবেশ করে।

পূর্বঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে মধুর ক্যান্টিন থেকে বিক্ষোভ মিছিল করে। মিছিলকারীদের মুখে বাঁধা ছিল কালো কাপড়, হাতে ছিল কালো কাপড়ের পতাকা ও প্লাকার্ড। মিছিলটি লাইব্রেরী সংলগ্ন গেটের কাছে এলে পুলিশ গেট বন্ধ করে দেয় এবং ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। ছাত্রীদের বাধা দেয়ার জন্য মহিলা পুলিশ মোতায়েন করা হয়। প্রায় এক ঘণ্টা

(শেষ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

ছাত্রদলের মুখে

(প্রথম পাতার পর)

ধরে ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা এখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

বিক্ষোভস্থলে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তারা বলেন, স্বৈরাচারিণী প্রধানমন্ত্রীর এই আসা যেন শেষ আসা হয়। আবার যদি তিনি এ ক্যাম্পাসে আসার চেষ্টা চালান তাহলে প্রতিবাদের পরিবর্তে প্রতিরোধ করা হবে। সমাবেশে বক্তৃতা করেন ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নাসিরউদ্দিন পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক হাবিবউন্নবী সোহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক মনোয়ার হোসেন রানা, শাহাবুদ্দিন লাল্টু, মঞ্জুর-ই-এলাহী, মনির হোসেন, নাসিরউদ্দিন অসীম, হেলেন জেরীন খান, সেলিমুজ্জামান সেলিম, রেহানা আক্তার শানু প্রমুখ।

এদিকে দশ দফার ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের দাবিতে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য সমাবেশ করে অপরাজেয় বাংলা সংলগ্ন গেটের কাছে। এ সময় বক্তারা অভিযোগ করেন যে, শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হলেও তাতে ছাত্র ও অভিভাবকদের প্রতিনিধিত্ব না রেখে এনজিও ও এফবিসিসিআই-এর লুটেরাদের রাখা হয়েছে। সমাবেশে বক্তৃতা করেন ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি জিয়াউল হক জিয়া, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি নূরুল ইসলাম, মোঃ শহীদুল্লাহ ও মাহবুবুল হক রিপন।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের কর্মসূচী পালনকালে ক্যাম্পাসে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকায় ক্যাম্পাসে প্রায় ছয় হাজার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে বইমেলা উদ্বোধন হওয়া সম্পর্কে উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী জানান, ছাত্রদল, ছাত্রলীগ ও গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের নেতা-কর্মীরা আমার কথা রাখায় আমি আনন্দিত। ছাত্রদল গণতান্ত্রিকভাবে কর্মসূচী পালন করেছে। ছাত্রলীগ পাল্টা কর্মসূচী গ্রহণ থেকে বিরত থেকেছে।